স্বামীজীর দেশপ্রেম ও মহামণ্ডল

শ্রী তপন কুমার গড়াই

[৩ জুন ২০১১ সন্ধ্যায় অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলার ৮ম বার্ষিক আঞ্চলিক যুব শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ]

স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল জীবন । সেই জীবনকে নানান দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা যায়, বিচার করা যায় । তবুও আমার মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের নিজের দেশের প্রতি যে ভালবাসা, দেশের মানুষের প্রতি যে দরদ, এমনটি আর কারও মধ্যে দেখা যায় না, তা অতুলনীয় । তিনি ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে, কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা পড়ে নয় । তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ছিলেন, বেশীর ভাগটা পায়ে হেঁটে । ভারতবর্ষের মূল আদর্শ কি, এটি তাঁর চিন্তায় ধরা পড়েছিল । ত্যাগ ও সেবা ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ । কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা কি দেখছি ? ঠিক এর উল্টো চিত্রটা । দেশের বেশীর ভাগ উচ্চশ্রেণীর মানুষ স্বার্থপরতায়, আত্মকেন্দ্রিকতায় ভরপুর ভোগসর্বস্ব জীবন যাপন করছে । এর ফলে কি হচ্ছে ? দেশের যারা ক্ষমতাশালী মানুষ, যারা ধনী, তারা আরও ক্ষমতাশালী, আরও ধনী হচ্ছে । আর যারা দুর্বল, যারা নিজেদের অন্নবস্ত্র যোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তারা আরও দুর্বল, আরও দরিদ্র হচ্ছে । এই বিষয়টা অনেকে মানতে চান না । কিন্ত সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্বাধীনতার এত দিন পরেও দেশে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে, এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৪ কোটি। এই বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ প্রতি দিন দুবেলা খেতে পাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই । এরা নিজেদের এবং ছেলেমেয়েদের ন্যূনতম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারে না । এলাকায় হয়তো স্কুল আছে, কিন্তু এই দরিদ্র মানুষগুলির দুটি খাওয়া-পরা নিয়ে এত ভাবতে হয় যে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তা নিয়ে অত ভাবার অবকাশ নেই । অন্য দিকে দেশের যারা ক্ষমতাশালী মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা দেখুন, তারা কি রকম ভোগের মধ্যে, কি রকম স্বার্থপরতার মধ্যে ডুবে রয়েছে । দেশের সম্পদকে তারা কি ভাবে ভোগ করছে । দেশের যারা কর্ণধার, যারা দেশটা চালাচ্ছে, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিভাবে দেশের সম্পদকে লুট করছে, তার খবর সংবাদমাধ্যম, টেলিভিশনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে । গত এক বছরে সব থেকে বড় দুর্নীতির বিষয় যেটি ধরা পড়েছে, সেটিকে বলা হচ্ছে টেলিকম কেলেঙ্কারি। এই যে টেলিফোন পরিষেবার বিপুল উন্নতি ঘটেছে, সেখানে সরকারী পরিষেবার পাশাপাশি বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে কিছু রাজস্বের বিনিময়ে ব্যাবসা করতে দেওয়া হয়েছে । এই রাজস্ব হল দেশের আয় । এই আয় থেকে দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতির ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয় । দেশে ক্ষমতার উচ্চাসনে যারা বসে রয়েছে, তারা কিছু অর্থের লোভে কিভাবে এই রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ব্যাবসা করা যায়, তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে । এই ফাঁকির পরিমাণটা আমরা অনেকে ভাবতে পারব না -- প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা । যেটা দেশের আয় হত, যেটা সাধারণ মানুষের কাজে লাগত, যেটা দিয়ে তাদের দুর্দশা নিবারণ হত, সেটা হল না । দেশের এই যে কোটি কোটি মানুষ অনাহারে রয়েছে, কষ্টের মধ্যে রয়েছে, সে বিষয়ে দেশের এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের যেন কোন অনুভূতি নেই । শুধু এই চিন্তা আছে যে, কিভাবে আমরা দেশের সম্পদকে আত্মসাৎ করব ।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সব দরিদ্র মানুষের কষ্ট দারুণভাবে অনুভব করতেন, বেদনায় ছটফট করতেন । সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের, বিশেষ করে যুবকদের, এই দরিদ্র অজ্ঞ নিপীড়িত জনগণের ব্যথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করার কথা বলতেন । এই অনাহারক্লিষ্ট ভারতবাসীর কষ্ট নিবারণের তাগিদে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি আমেরিকা চলে গেলেন । তখন এখনকার মত এত ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, বিদেশের এত খবর নিয়মিতভাবে এখানে পৌঁছত না । আমেরিকার সম্পর্কে এদেশে তখন এতটা ধারণা ছিল না । সেখানে প্রচুর খরচ, অথচ স্বামীজীর হাতে তেমন পয়সা নেই । আবার এ দেশের মত সে দেশে কেউ ভিক্ষা দেয় না । ফলে কয়েক দিন পরেই তাঁর অনাহার শুরু হওয়ার উপক্রম হল । এ দেশ থেকে যখন গেছেন, তখন এখানে গ্রীষ্ম, কিন্তু ওখানে প্রচন্ড শীত পড়তে চলেছে, অথচ তাঁর উপযুক্ত শীতবস্ত্র নেই । এত কষ্টের মধ্যেও তিনি দেশের দরিদ্র মানুষের কথা ভাবছেন এবং উৎসাহ দিয়ে যুবকদের চিঠি লিখছেন, ‘‘হৃদয়ের

রক্ত মোক্ষণ করতে করতে অর্ধেক পৃথিবী পার হয়ে আমি এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছি । এখানে আমি অনাহারে বা শীতে মারা যেতে পারি । কিন্তু হে যুবকগণ, দরিদ্র, অজ্ঞ, নিপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ প্রচেষ্টা আমি তোমাদের দায়স্বরূপ অর্পণ করলাম ।'' ভেবে দেখুন, এক বেলা আহার না জুটলে আমাদের প্রথম চিন্তা হয়, কিভাবে দুটি খেতে পাব । কিন্তু স্বামীজীর হৃদয় মন দেশের মানুষের জন্য এতটা অধীর হয়ে আছে যে, নিজের শরীর সেখানে তুচ্ছ । অন্যত্র একটি বক্তৃতায় তিনি বলছেন, ''Feel, therefore, my would-be refromers, my would-be patriots ...'' । পরাধীন দেশে কিছু শিক্ষিত মানুষ দেশের জনগণের উন্নতিবিধানের জন্য কিছু কিছু কর্মসূচী নিত এবং স্বাধীনতার পর দেশের যারা কর্ণধার, যারা দেশ পরিচালনা করছে, তারাও দেশের মানুষের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে । তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, এই যে দেশের মানুষের জন্য কাজ করছ, তোমরা কি তাদের দুঃখ কষ্ট প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পারছ ? নাকি এর পিছনে তোমাদের অন্য কোন অভিসন্ধি আছে, নাম যশ ক্ষমতালিপ্সা প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা আছে ?

স্বামী বিবেকানন্দের দেশের মানুষের জন্য এই ব্যথা বেদনা, এই সহানুভূতি যদি আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র থাকত, তাহলে কি আমরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি আর ভোগের মধ্যে ডুবে থাকতে পারতাম ? পারতাম না । দেশের যারা কর্ণধার, তাদের মধ্যে যদি এই সহানুভূতির ছিটেফোঁটা থাকত, তা হলে কি তারা দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে দেশের সম্পদকে আত্মসাৎ করতে পারত ? পারত না । দেশের মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি, তাদের উন্নতির জন্য এই প্রাণপণ প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হতে পারে ? যদি আমরা যথার্থ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি, তা হলে সেই অনুভূতি আমাদের মধ্যে আসতে পারে । স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন -- জগতের মানুষ এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে, তাদের কল্যাণ করতে হবে । প্রথমে তাঁর সংশয় ছিল -- কিভাবে এই দায়িত্ব তিনি পালন করবেন, কি এর উপায় ? তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন, সকল শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এলেন এবং তাঁর চিন্তায় ধরা পড়ল -- যথার্থ মানুষের অভাবই এত দুঃখ কষ্টের মূল কারণ । আগে মানুষকে গড়ে তুলতে হবে, তবে দেশের যথার্থ উন্নতি হবে । তিনি যুবকদের উৎসাহ দিলেন -- আগে এরকম মানুষ তৈরী কর ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই রকম মানুষ তৈরী হচ্ছে না কেন ? যথার্থ মানুষ গড়ে উঠছে না কেন ? হচ্ছে না, তার কারণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের -- দেশের কিশোর-যুবকরা জানতে পারছে না যে এই রক্ত মাংসের শরীরটাই মানুষ নয় । মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে । মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মালেই যথার্থ মানুষ হয় না, এটা আজকের যুবকরা কোনভাবেই জানতে পারছে না । না বাড়ী থেকে, না স্কুল থেকে, না সমাজের অন্য কোথাও থেকে । কোথাও এই শিক্ষার ব্যবস্থা নেই । দেশের এই মহাসংকটে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল এই মানুষ গড়ার কাজটিকে দায়স্বরূপ গ্রহণ করেছে । গত ৪৪ বছর ধরে মহামণ্ডল স্বামী বিবেকানন্দের বলা এই মানুষ গড়ার কাজটিকে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে । বর্তমানে সারা দেশে এর প্রায় ৩০০ টি কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে এই কাজটি চলছে । এখন, প্রথমে নিজে ভাল মানুষ হওয়ার চেষ্টা না করে অন্যকে গড়ার চেষ্ট করলে বা উৎসাহ দিলে সেটা সফল হবে না । সে চেষ্টা বা উৎসাহের ওজন থাকবে না, এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে । অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল তাই স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া একটি সূত্রকে গ্রহণ করেছে । সেটি হল : Be and Make । স্বামীজী বলছেন, ''Be and make -- let this be our moto.'' নিজে ভাল মানুষ হওয়া ও অন্যকে ভাল হতে সাহায্য করা -- এই আমাদের লক্ষ্য হোক ।

দেশের কিশোর-যুবকদের মধ্যে অনেক ভাল ভাব আছে, তারা কেউ একেবারে খারাপ নয় । এই যে মাধ্যমিকের ফল বের হল, আগামী কাল উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বের হবে, কয়েকদিন পর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের বের হবে, এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের খবরের কাগজে, টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার বের হচ্ছে । তাদের কেউ বলছে ডাক্তার হতে চায়, কেউ এঞ্জিনীয়ার হতে চায়, কেউ আমলা হতে চায়, কেউ শিক্ষক হতে চায় । তারা সবাই তাদের কাজের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের সেবা করতে চায় । যে ডাক্তার হতে চায়, সে বলছে, আমি গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করতে চাই । এটা যে নিছক অভিনয় করে বলছে, তা নয় । তাদের বলার মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা রয়েছে । কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পরবর্তীকালে এই ভাল চিন্তার ফলটা সমাজ

পাচ্ছে না । এই ছেলেমেয়েগুলি যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করছে, তারা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে । তাদের যদি প্রশ্ন করা যায়, ''তোমরা তো বলেছিলে, সকলের কথা ভাববে, এখন এ রকম হয়ে গেলে কেন ?'', তখন তারা চারিপাশের পরিবেশের কথা তুলবে, বলবে, ''সকলেই এ রকম, আমি একা কি করব ?'' আসলে তাদের মধ্যে ভাল ভাব ছিল, কিন্তু সেই ভাবগুলি চরিত্রগত হয় নি । মাথার মধ্যে অনেক ভাল ভাব থাকলেই হবে না, সেগুলিকে পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে, অভ্যাসের মাধ্যমে চরিত্রগত করতে হবে । এটা সম্ভব । অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সঙ্গে বহু যুবক যুক্ত রয়েছে, যারা নিজনিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় রেখে চলেছে । এই অভিজ্ঞতা থেকে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের দৃঢ় ধারণা গড়ে উঠেছে -- যদি এই মানুষ গড়ার কাজটিকে দেশের কোণায় কোণায়, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে দেশের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটবে ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষার মূল সূরটি, আদর্শটি, আসলে তিনি কি করতে চায়ছেন সেটি, সুন্দরভাবে নিবেদিতাকে লেখা একটি চিঠিতে তুলে ধরেছেন । তিনি লিখছেন ''My ideal indeed can be put into few words that is: to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every movement in life.'' আমার আদর্শ বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়, আর তা হল -- মানুষকে তাঁর দেবত্বের কথা শোনানো । স্বামীজী যদি এই পর্যন্ত বলে থেমে যেতেন, তা হলে কথাগুলি খুব বেশী কাজের হত না । সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর পরবর্তী অংশটি, যেখানে বলছেন, শুধু দেবত্বের কথা শোনানো নয়, কিভাবে সেই দেবভাবকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রকাশিত করা যায়, তার পন্থা বা পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া । শিবির শিক্ষার্থী ভাইদের বলব, আপনারা যদি মন দিয়ে সব আলোচনা শোনেন, তা হলে এই আদর্শের সার্থক রূপায়ণ এই শিক্ষণ শিবিরে দেখতে পাবেন । এখানে মানবজীবন কত মহৎ, সেটুকুই শুধু জানব না, সঙ্গে সঙ্গে সেই মহৎ ভাবকে কিভাবে জীবনে বিকশিত ও প্রকাশিত করা যায়, কিভাবে সেই দেবভাবকে ফুটিয়ে তোলা যায়, তার খুঁটিনাটি পদ্ধতিগুলি আরও বেশী করে আলোচনা করা হবে ।

স্বামী বিবেকানন্দকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে বহু মানুষ । ভগিনী নিবেদিতাও তাঁকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন । তাঁর আকর্ষণে তিনি এদেশে চলে এলেন ভারতবর্ষের জন্য কাজ করবেন বলে । স্বামী বিবেকানন্দেরও নিবেদিতার উপর গভীর প্রত্যাশা ছিল । স্বামীজীর শরীর চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা বলছেন ''তিনি অনন্তের পথে প্রস্থান করেছেন এই জেনে যে, আমি তাঁকে নিরাশ করি নি ।'' দেশের যুবকদের প্রতি স্বামীজীর গভীর প্রত্যাশা ছিল যে, তারা দেশের জন্য কাজ করবে । আমরা কি তাঁর আহ্বানে সাড়া দেব না ?